সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস, গৌরহরির বর্জ্য-হাণ্ডিতে উপবেশন-পূর্বক দত্তাত্রেয়-ভাবে মাতাকে তত্ত্বোপদেশ-প্রদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌর-গোপাল বাল-চাপল্য-ছলে বিবিধ লীলা বিস্তার করিতে লাগিলেন। একমাত্র অগ্রজ বিশ্বরূপ ব্যতীত নিমাই আর কাহাকেও দেখিয়া চঞ্চলতা পরিহার করিতেন না। বিশ্বরূপ আজন্ম বিরক্ত ও সর্বগুণাকর ছিলেন,---একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই যে সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য, তাহা তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যামুখে নিরন্তর প্রদর্শন করিতেন। সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবন ব্যতীত তাঁহার আর কোন কৃত্য ছিল না। তিনি অনুজকে 'বালগোপাল-কৃষ্ণ' বলিয়া জানিলেও কাহারও নিকট সেই গূঢ়কথা প্রকাশ করিতেন না। বিশ্বরূপ বৈষ্ণব-সঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণসেবাদিতেই মত্ত থাকিতেন। সমস্ত সংসার জড়-বিষয়ে প্রমত্ত এবং সকলের অন্তরে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষের বীজ, এমন কি, যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদির অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহাদের অন্তরেও কৃষ্ণভক্তি-শূন্যতা লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যাদি শুদ্ধভাগবতগণ জীবের দুঃখে ক্রন্দন করিতেন। বিশ্বরূপ 'আর এরূপ লোকমুখ দর্শন করিব না' বিচার করিয়া সংসার ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রতিদিন ঊষঃকালে বিশ্বরূপ গঙ্গাস্নান করিয়াই অদ্বৈত-সভায় আগমন করিতেন এবং তথায় সর্বশাস্ত্র হইতে কৃষ্ণভক্তির সারাৎসারত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। শচীদেবী-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বালক নিমাইও প্রত্যহ অগ্রজকে অদ্বৈত-সভা হইতে ভোজনার্থ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অদ্বৈত সভায় আসিতেন; ভক্তগণ সেই সময় গৌরহরির ভক্ত-মোহন-রূপ দর্শন করিয়া সমাধিস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেন; কেননা, প্রভু-দর্শনে ভক্তানুরাগ ---স্বাভাবিক। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ভাগবতীয় শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ দ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ্ব-প্রীতির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। আত্মাই জীবের জীবন; শ্রীনন্দনন্দনই জীবাত্মার আত্মা (জীবন) অর্থাৎ পরমাত্মা। এইজন্যই গোপীগণ কৃষ্ণকে নিজ-'প্রাণধন' বলিয়া জানিতেন। কৃষ্ণ কংসাদির আত্মা হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন উহারা তাহা বুঝিতে পারে না। শর্করার মাধুর্য---সর্বজন-বিদিত; জিহ্বার দোষে কাহারও কাহারও নিকট উহা তিক্ত বোধ হইলেও তাহাতে বস্তুসত্তা-গত মিষ্টত্বের হানি হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের বস্তু-সত্তা-গত মাধুর্যে যিনি আকৃষ্ট, তিনিই সৌভাগ্যবান্; যিনি তাহা নহেন, তিনি স্বয়ংই হতভাগ্য; অধোক্ষজ শ্রীগৌরসুন্দরের তাহাতে হানি নাই। বিশ্বরূপ শচীমাতার আহ্বানে নামেমাত্র গৃহে গমন করিলেও অতি শীঘ্রই অদ্বৈত-মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। গৃহে গমন করিলেও তিনি কোনপ্রকার গৃহ-ব্যবহার করিতেন না; যতক্ষণ বাড়ী থাকিতেন, সর্বদা বিষ্ণু-গৃহাভ্যন্তরেই অবস্থান করিতেন। পিতামাতা স্বীয় বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া বিশ্বরূপ মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে 'শ্রীশঙ্করারণ্য'-নামে খ্যাত হইলেন। (অপ্রাকৃত বৎসল-রসাশ্রয়াবলম্বন) শচী-জগন্নাথ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন; শ্রীগৌরসুন্দর ভ্রাতৃবিরহে (শুদ্ধসেবক-বিরহে) মূর্চ্ছা-লীলা প্রদর্শন করিলেন। অদ্বৈতাদি ভক্তগণও বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখে (ভক্ত-বিরহে) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বন্ধু-বান্ধব সকলে আসিয়া শচী-জগন্নাথকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া ভক্তগণ মনের দুঃখে বনবাসী হইতে চাহিলেন। অদ্বৈতপ্রভু সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া

বলিলেন,---শীঘ্রই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের যাবতীয় দুঃখ দূর করিবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত শুক-প্রহ্লাদাদিরও দুর্লভ নানাপ্রকার বিলাসাদি করিবেন।' এদিকে নিমাই সুস্থির হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন এবং সর্বদা পিতামাতার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুত্রের অত্যদ্ভুত বুদ্ধি ও মেধার কথা শ্রবণ করিয়া শচীমাতা আনন্দিত হইলেও মিশ্র 'এই পুত্রও পাছে পড়াশুনার ফলে সংসারের অনিত্যতা ও কৃষ্ণভক্তির সারাৎসারতা উপলব্ধি করিয়া অগ্রজের অনুগমন করেন'---এরূপ আশঙ্কা করিলেন এবং শ্রীশচীদেবীর সহিত অনেক বাদানুবাদ করিবার পর নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে নিমাই পুনরায় চাপল্য-লীলা প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। একদিন অস্পৃশ্য-মৃদ্‌ভাণ্ড স্তূপের উপর বসিয়া রহিলেন; শচীমাতা নিমাইকে অপবিত্র স্থানে বসিতে দেখিয়া ঐরূপ কার্য করিতে নিবারণ করিলে, তদুত্তরে নিমাই মাতাকে বলিলেন,---'লেখাপড়াবিহীন মূর্খের কি প্রকারে শুদ্ধ্যশুদ্ধিজ্ঞান থাকিবে? অতএব আমার সর্বত্রই 'অদ্বিতীয়-জ্ঞান'। দত্তাত্রেয়-ভাবে মহাপ্রভু মাতাকে উপদেশ-মুখে বলিলেন যে, "শুচি-অশুচি-বিচার---প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত কল্পনা বা মনোধর্মমাত্র। সর্বত্রই অদ্বয়-জ্ঞান বিষ্ণুর অধিষ্ঠান বিদ্যমান। যে স্থানে ভগবান্ বিরাজ করেন, সেই স্থান---অতি পবিত্র। যাহাদের সর্বত্র ভগবদ্দর্শন নাই, তাহারাই ঐরূপ মনোধর্মের বিচারে ধাবিত হয়। বিষ্ণুর রন্ধনস্থালী কখনও অপবিত্র হয় না, উহা নিত্য পবিত্র; উহার স্পর্শে সমস্ত বস্তুই শুদ্ধ হয়; অশুদ্ধ অর্থাৎ সেবা-বিহীন স্থানে ভগবান্ কখনও বিরাজ করেন না।" নিমাই বাল্যভাবে এইরূপ সর্বতত্ত্ব কীর্তন করিলেও যোগমায়ায় মুগ্ধ হইয়া বৎসল-রস-রসিক শচী-প্রমুখ আপ্তবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বালক কিছুতেই অশুচি স্থান পরিত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া শচীদেবী স্বহস্তে বালকরূপী নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া বালককে লইয়া স্নান করিলেন। পাঠ করিতে না পাইয়া নিমাই মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছে, মিশ্রের নিকট শচীদেবী ও অন্যান্য সকলেই ইহা জ্ঞাপন করায় পুরন্দর মিশ্র সকলের অনুরোধে বালককে পুনরায় পাঠ করিতে আদেশ দিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহা-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয়ভক্তবৃন্দ।।১।।

সর্বজীবের প্রতি প্রভুর শুভ কৃপা-দৃষ্টি-প্রার্থনা—

জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র-সর্বপ্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর প্রভু সর্বজীবে ত্রাণ।।২।।

লীলা-কল্লোল-বারিধি বালকরূপী গৌরগোপালের অনন্ত লীলা-কল্লোল—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্যলীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর।।৩।।

মাতৃনিষেধ-সত্ত্বেও নিমাইর সর্বক্ষণ চাঞ্চল্য-প্রদর্শন—

নিরন্তর চপলতা করে সবা'-সনে।
মা'য়ে শিখালেও প্রবোধ নাহি মানে।।৪।।

নিষেধ ও শাসন-ফলে নিমাইর চাঞ্চল ও উপদ্রব-বৃদ্ধি—

শিখাইলে আরো হয় দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায়, তাহা ভাঙ্গয়ে সকল।।৫।।

পিতা-মাতার শাসনাভাবে লীলাময়ের স্বাতন্ত্র্য-লীলা—

ভয়ে আর কিছু না বোলয়ে বাপ-মা'য়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায়।।৬।।

সর্বপ্রাণ,---সকল সেবকের জীবন। শ্রীশচীনন্দনই সকল চেতনময় বস্তুর মূল আকর।।২।।

করে প্রকাশ বিস্তর,---গৌরসুন্দর বাল্যলীলায় আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল চাপল্য-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার অন্বয়ভাবে উদ্দেশ্য,---স্বভক্তগণের আকর্ষণ ও অনুক্ষণ তাঁহাদের প্রেমানন্দবর্ধন; এবং ব্যতিরেকভাবেও তাঁহার চাপল্যসহকারে নানা দ্রব্যাদির বিনাশ-সাধন অথবা জগতের ইন্দ্রিয়তর্পণোপযোগি-ভোগ্যদ্রব্যসমূহের ধ্বংসকার্যে প্রাকৃতদ্রব্যের নশ্বরতার উপদেশই নিহিত। যদিও তাদৃশ নশ্বর-দ্রব্যের ব্যবহারে ও পুনঃক্ষয়ে নানাপ্রকার অসুবিধা, তথাপি প্রাকৃতদ্রব্য-ভোগ চেষ্টায়বদ্ধজীবের যে বাধা, সঙ্কোচ বা সঙ্কীর্ণতা, উহা--তাঁহার নিত্য-মঙ্গলেরই উদ্দেশকমাত্র। বাহ্যজগৎ-প্রতীতিই বদ্ধজীব

আদিখণ্ডে শিশুলীলা-প্রদর্শনকারী গৌর-নারায়ণের অমৃতনিঃস্যন্দিনী-কথা—

আদিখণ্ড-কথা-যেন অমৃত-স্রবণ।
যঁহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ।।৭।।

অগ্রজ বিশ্বরূপ ব্যতীত অপর সকলেরই প্রতি নিমাইর মর্যাদা বা গৌরব-ভাব-রাহিত্য—

পিতা, মাতা, কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়।।৮।।

গ্রন্থকারের অভীষ্টদেব নিত্যানন্দ-রামাভিন্ন বিশ্বরূপের পরিচয় ও গুণগ্রাম—

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত, সর্বগুণের নিধান।।৯।।

সর্বশাস্ত্রে তাঁহার কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা—

সর্বশাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণু-ভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কা'রো শক্তি।।১০।।

হৃষীকদ্বারা হৃষীকেশ-সেবন, সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুক্ষণ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণরূপ কৃষ্ণানুশীলন—

শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে, না শুনে।।১১।।

নিমাইর অলৌকিক আচরণ-দর্শনে বিশ্বরূপের বিস্ময়—

অনুজের দেখি' অতি-বিলক্ষণ রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে' হইয়া বিস্মিত।।১২।।

নিমাইকে স্বীয় অপ্রাকৃত ইষ্টদেব কৃষ্ণ-জ্ঞান—

"এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে, আচরণে,—যেন শ্রীবালগোপাল।।১৩।।

নিমাইর অলৌকিক লীলাকে কৃষ্ণলীলা-জ্ঞান—

যত অমানুষি কর্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি,—খেলেন কৃষ্ণ এ-শিশুশরীরে।।"১৪।।

সকলের নিকট গৌর-কৃষ্ণের তত্ত্ব ও লীলা-রহস্য-গোপন—

এইমত চিন্তে বিশ্বরূপ-মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব, স্বকর্ম করয়।।১৫।।

সর্বক্ষণ বৈষ্ণব-সঙ্গে বিশ্বরূপের কৃষ্ণসেবন—

নিরবধি থাকে সর্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা-রঙ্গে।।১৬।।

তৎকালীন জড়বিষয়রস-ভোগপ্রমত্ত-সংসার-বর্ণন—

জগৎ প্রমত্ত—ধনপুত্র বিদ্যারসে।
বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে।।১৭।।

শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধে নাস্তিক সাংসারিক লোকের বিদ্রূপ কবিতা-রচনা—

আর্যা-তরজা পঢ়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
"যতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া।।১৮।।

ইন্দ্রিয়তর্পণ লালসা-মূলে জড়ীয় অভ্যুদয় ও ঐহিক সুখৈক-কাম-প্রমত্ততা—

তারে বলি 'সুকৃতি',—যে দোলা, ঘোড়া চড়ে।
দশ-বিশ জন যার আগে-পাছে রড়ে।।১৯।।

হৃদয়ে আত্মধর্মের বিকার মনোধর্ম উৎপাদন ও পোষণ করে। তাহাতে ভগবৎসেবার পরিবর্তে জগদ্ভোগপ্রবৃত্তিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তদভাবে ভোগ-নিরপেক্ষতারূপা মুমুক্ষা ও কৃষ্ণানুসন্ধান চেষ্টা-রূপা নিত্য-চিন্ময়ী আত্ম-বৃত্তি ভক্তি দেখা যায়।।৩।।

বিলক্ষণ রীত,—অসামান্য বা বিপরীত আচার-ব্যবহার।।১২।।

প্রাকৃত ছাওয়াল,—সাধারণ কর্মফলবাধ্য জাগতিক শিশু।।১৩।।

অমানুষি,—যাহা মনুষ্যোচিত নহে, অমর্ত্য, অলৌকিক বা লোকাতীত।।১৪।।

তত্ত্ব না ভাঙ্গে,—শ্রীবিশ্বম্ভরই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই তত্ত্বকথা কিছুতেই প্রকাশ করিতেন না।।১৫।।

বিশ্বরূপ সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে বাস করিতেন, ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণসেবা ও মর্যাদা-জ্ঞানের সহিত কৃষ্ণপূজায় আনন্দ লাভ করিতেন।।১৬।।

জগতের বিষয়ি-লোকসকল ধন, পুত্র ও বিদ্যা প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে; তাহারা বৈষ্ণবে ঐ সকল প্রবৃত্তি দেখিতে না পাইয়া উপহাস করে।।১৭।।

নামাপরাধিগণের তুচ্ছ দারিদ্র্যনাশাদিকেই নামকীর্তনের ফল-জ্ঞানে শুদ্ধভক্তের ব্যবহার দুঃখ-দর্শনে বিদ্রূপ—

এত যে, গোসাঞি, ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত' দারিদ্র্যদুঃখ না হয় খণ্ডন! ২০।।

উচ্চকীর্তনে পাষণ্ডিগণের ভগবৎক্রোধোদ্রেকানুমান—

ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি' ছাড়' ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক।।''২১।।

অভক্ত নাস্তিকগণের বাক্যে ভক্তগণের দুঃখ—

এইমত বোলে কৃষ্ণভক্তিশূন্য জনে।
শুনি' মহা-দুঃখ পায় ভাগবতগণে।।২২।।

কৃষ্ণকীর্তন-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভবদাবদগ্ধ সংসার—

কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ।।২৩।।

কৃষ্ণকীর্তনাভাব-দর্শনে বিশ্বরূপের দুঃখ—

দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান্।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান।।২৪।।

তথাকথিত গীতা-ভাগবতাধ্যাপকগণের কৃষ্ণভক্তিপর-ব্যাখ্যা-ত্যাগ—

গীতা, ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায়।।২৫।।

হেতুবাদীর কুতর্ক কুনাট্য; কৃষ্ণভক্তিবিহীন সংসার—

কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
'ভক্তি' হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে।।২৬।।

ভক্তিহীন জীবের দুর্দশা-দর্শনে জীবদুঃখ-দুঃখী অদ্বৈতাদি শুদ্ধভক্তগণের ক্রন্দন—

অদ্বৈত-আচার্য-আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি' করয়ে ক্রন্দন।।২৭।।

সংসারে কৃষ্ণভক্তিহীন দুঃসঙ্গ-দর্শনে বিশ্বরূপের দুঃসঙ্গ-বর্জনরূপ প্রব্রজ্যা-গ্রহণেচ্ছা—

দুঃখে বিশ্বরূপ-প্রভু মনে মনে গণে'।
''না দেখিব লোকমুখ, চলি' যাঙ বনে।।''২৮।।

অদ্বৈত-সভায় প্রত্যহ বিশ্বরূপের প্রত্যুষে গমন—

উষঃকালে বিশ্বরূপ করি' গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি' হয় উপস্থান।।২৯।।

বিশ্বরূপের কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যায় শ্রীঅদ্বৈতের হর্ষ—

সর্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি-সার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার।।৩০।।

বৈষ্ণব পূজাকে বিষ্ণুপূজাপেক্ষা পরতর-জ্ঞানে জগদ্গুরু

অদ্বৈতের স্বাভীষ্টার্চন ছাড়িয়া বিশ্বরূপকে আলিঙ্গনরূপ বৈষ্ণবাচার-শিক্ষা-দান—

পূজা ছাড়ি' বিশ্বরূপে ধরি' করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব 'হরি হরি' বোলে।।৩১।।

তদ্দর্শনে ভক্তগণের হর্ষোল্লাস ও দুঃখ-লাঘব—

কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ।
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ।।৩২।।

আর্যা তরজা,—আর্যা অর্থাৎ বঙ্গভাষায় 'ছড়া'-জাতীয় সঙ্কেতময় পদ্য; যথা, 'শুভঙ্করের আর্যা'। তরজা (আরবীশব্দ) অর্থাৎ 'কবিগান' ও 'ঝুমুর'-গানের সমজাতীয় বিপক্ষের নিন্দা-কুৎসাপূর্ণ গানবিশেষ।

শুদ্ধবৈষ্ণবকে দেখিয়া তৎকালীন চার্বাকমতাবলম্বী নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডিগণ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ ঐহিক-কামভোগে প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার ছড়া ও হেঁয়ালি প্রভৃতি রচনা করিয়া পরিহাস করিত। উহারা আরও বলিত যে, সন্ন্যাসী, পতিব্রতা সাধ্বী ও তাপস প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ধর্মাচরণাদি সমস্তই বৃথা, যেহেতু প্রচুর পুণ্যাচরণ-সত্ত্বেও তাঁহারা কেহই মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন না, সুতরাং তাঁহাদের বৃথা ধর্ম আচরণ না করাই উচিত, অথবা তাদৃশ ধর্মানুষ্ঠান হেতু তাঁহারা—নিতান্ত দুষ্কৃত ও ভাগ্যহীন।।১৮।।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ঐশ্বর্যমদভরে শিবিকায় বা অশ্বাদিতে আরোহণপূর্বক ভ্রমণ করে এবং যাহার সঙ্গে বহু অনুচর-পরিকর তাহার অবাধগতির নিমিত্ত অগ্রে-পশ্চাতে ধাবিত হয়, সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান্।।১৯।।

ভাবে,—প্রেমার্তিভরে; গোসাঞি,—ঠাকুর (গৌরবার্থে)।।

বিশ্বরূপের ও ভক্তগণের পরস্পর সঙ্গ-ত্যাগে অনিচ্ছা—

বিশ্বরূপ ছাড়ি' কেহ নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপ না আইসেন আপন-মন্দিরে।।৩৩।।

ভোজনার্থ বিশ্বরূপকে আনয়ন-নিমিত্ত বিশ্বম্ভরকে শচীর প্রেরণ—

রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
"তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে।।"৩৪।।

অদ্বৈত-সভায় নিমাইর আগমন—

মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায়।।৩৫।।

অদ্বৈত-সভায় নিমাইর ভক্তগণের কৃষ্ণ-সংকীর্তনরূপ ইষ্টগোষ্ঠী-দর্শন—

আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোহন্যে করেন কৃষ্ণকথন-মঙ্গল।।৩৬।।

নিজগুণ-মাহাত্ম্য-বর্ণন-শ্রবণে নিমাইর প্রসাদ দৃষ্টি-নিক্ষেপ—

আপন-প্রস্তাব শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর।।৩৭।।

গৌরগোপালের রূপ-বর্ণন—

প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা।।৩৮।।

প্রেমিকভক্তের কৃষ্ণনামকীর্তনকালে নয়নে গলদশ্রুধারা দেখিয়া ঐহিক-ইন্দ্রিয়-সুখৈকলিপ্সু নামাপরাধী কর্মজড় পাষণ্ডগণ উহাকে কৃষ্ণপ্রীতিলক্ষণ মনে না করিয়া, 'ভক্তের কৃষ্ণনামগ্রহণফলে যখন তাহার দারিদ্র্য-দুঃখ-নাশরূপ তুচ্ছ ও অবান্তর ফললাভ হইতেছে না, অর্থাৎ নিত্যসেব্য অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনামপ্রভু-দ্বারা ভক্ত যখন স্বীয় দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচাইয়া ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহার কৃষ্ণনামগ্রহণ ও প্রেমাশ্রুবিসর্জনাদি সবই নিরর্থক ও নিষ্ফল',—এই বলিয়া বিদ্রূপ করিত। ঐ পাষণ্ডগণ শ্রীনাম ও নামাভাসে অবিশ্বাসী বলিয়া ভীষণ নামাপরাধে অপরাধী ছিল অর্থাৎ শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলে যে কৃষ্ণপ্রেমোদয়, নামাভাসোচ্চারণেই যে সর্বানর্থ নাশ বা আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ-লাভ এবং নামাপরাধফলেই যে ধর্মার্থকামরূপ তুচ্ছ অনিত্য ত্রিবর্গ-লাভ ঘটে, তাহাতে অনভিজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল, আবার ভগবদ্‌বিশ্বাসরাহিত্যহেতু শুদ্ধভক্তগণ যে ভগবৎসেবার্থ যাবতীয় দারিদ্র্যদুঃখক্লেশাদিকে ভগবানেরই অনুকম্পা-জ্ঞানে অবনতমস্তকে বরণ করিয়া ল'ন, তাহাতেও অনভিজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল, সুতরাং ভক্তগণও তাহাদের ন্যায় ঐহিকভোগসুখলিপ্সু ও ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ হউক,—ইহাই তাহারা অভিলাষ করিত।।২০।।

সেই পাষণ্ডিগণ বলিত যে, সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করিলে ' গোসাঞি' অর্থাৎ ভগবান্ বিশেষ অসন্তুষ্ট হন।।২১।।

যে-সকল বিষ্ণুভক্তিহীন পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের অধ্যাপন করিত, তাহাদের জিহ্বায় কৃষ্ণসেবা-পরা ব্যাখ্যা কখনই স্থান পাইত না বা নির্গত হইত না। তাহারা জড়পাণ্ডিত্য-মদে মত্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণের জন্য ধর্মার্থকামভোগপরা ব্যাখ্যা অথবা ত্যাগী মায়াবাদীর জন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ মোক্ষ-পরা ব্যাখ্যা করিত।।২৫।।

ঘুষিয়া,—ঘোষণা, ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিয়া।।২৬।।

ভক্তগণ যেরূপ বিশ্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিতেন না, বিশ্বরূপও তদ্রূপ শুদ্ধভক্তসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে যাইতেন না।।৩৩।।

বৈষ্ণব-মণ্ডল-বৈষ্ণব-সঙ্ঘ; কৃষ্ণকথন-মঙ্গল,-মঙ্গলময়ী কৃষ্ণকথা।।৩৬।।

আপন প্রস্তাব,—স্বীয় স্তুতি প্রসঙ্গ।।৩৭।।

শুদ্ধজীব ও বদ্ধজীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবদ্ভক্ত হইলেও পূর্বোক্ত ব্যক্তি অনাবৃত-চেতন বলিয়া স্বীয় নিত্য-ভজনীয় বিভূ সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু-বস্তুর প্রীতি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু শেষোক্ত মায়া-বশ ব্যক্তি তাহা পারেন না। বদ্ধানুভূতি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অনর্থসমূহ অপগত হইলে প্রপঞ্চে অবস্থান-কালেও জীব বিষ্ণুসেবাশ্রয়ে শুদ্ধ থাকিতে পারেন। তৎকালে তাঁহাকে 'মহাভাগবত' বলা হয়। মধ্যমভাগবত—মহাভাগবতের শুদ্ধসেবক। মধ্যমাধিকার না হওয়া পর্যন্ত কনিষ্ঠ ভাগবত মহাভাগবতের সেবক হইলেও, তিনি—প্রকৃত-প্রস্তাবে মধ্যমভাগবতেরই সেবক। কনিষ্ঠভাগবত নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া নিত্যসত্য বৈকুণ্ঠপথের পথিক হওয়ায়, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধজীব অপেক্ষা উন্নত, তথাপি কেবল বিষ্ণুতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ জীবের যে আদি-বিদ্বৎ প্রতীতি

বিশ্বরূপকে আহ্বানপূর্বক মাতৃনির্দেশ-জ্ঞাপন—

দিগম্বর, সর্ব-অঙ্গ—ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ-প্রতি করেন উত্তর।।৩৯।।

বিশ্বরূপের বস্ত্র ধারণপূর্বক বিশ্বম্ভরের গৃহাভিমুখে গমন—

"ভোজনে আইস, ভাই, ডাকয়ে জননী।"
অগ্রজ-বসন ধরি' চলয়ে আপনি।।৪০।।

বিশ্বম্ভরের রূপ-দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময় ও স্তম্ভ—

দেখি' সে মোহন রূপ সর্বভক্তগণ।
স্থগিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।।৪১।।

ভগবদ্দর্শনে ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দ-মোহ বা প্রেম-সমাধি—

সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে।।৪২।।

ভগবান্ কৃষ্ণ ও ভক্ত কার্ষ্ণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষক ও আকৃষ্ট-স্বভাব-বর্ণন—

প্রভু দেখি' ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনা অনুভবেও দাসের চিত্ত লয়।।৪৩।।

শুদ্ধসত্ত্বময় অধোক্ষজ-তত্ত্বের মধ্যে আকর্ষকত্ব ও আকৃষ্টত্ব-লীলা বা চিচ্ছক্তিবিলাস-রহস্য অক্ষজ-জ্ঞানাগম্য—

প্রভুও সে আপন-ভক্তের চিত্ত হরে'।
এ কথা বুঝিতে অন্য-জনে নাহি পারে।।৪৪।।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ—

এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিৎ শুনিলেন শুকদেব হৈতে।।৪৫।।

শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ—

প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপম।।৪৬।।

মায়াবাদীর গৌর-কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান-নিরসন, গৌরেরেই দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণেরই কলিতে গৌরলীলা—

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু-সঙ্গে গৃহে-গৃহে ক্রীড়া করি' বুলে।।৪৭।।

পরপুত্র কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের পুত্রাধিক স্বাভাবিক বাৎসল্য-স্নেহ—

জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ-পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে।।৪৮।।

গোপীগণের ঐশ্বর্যভাববিহীন পুত্রাধিক স্বাভাবিক কেবলা রতি—

যদ্যপি ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে।।৪৯।।

তচ্ছ্রবণে পরীক্ষিতের বিস্ময় ও পুলক—

শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিৎ।
শুক-স্থানে জিজ্ঞাসেন হই' পুলকিত।।৫০।।

গোপীগণের অভূতপূর্বা কৃষ্ণপ্রীতির প্রশংসা—

"পরম অদ্ভুত কথা কহিলা, গোসাঞি!
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই।।৫১।।

পরপুত্র কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের গাঢ় স্নেহের কারণ-জিজ্ঞাসা—

নিজ-পুত্র হৈতে পর-তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি,—স্নেহ কৈল কেমন-প্রকারে?"৫২।।

অর্থাৎ অপ্রাকৃতানুভূতি, তাহা—কনিষ্ঠাধিকারগত। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পর তিনি গুরুতত্ত্বকে মধ্যমাধিকারে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। আবার, মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া মহাভাগবতকে গুরু বলিয়া জানিলে, তিনি শুদ্ধভক্ত হইবার। অধিকার লাভ করিতে পারেন। মহাভাগবতের শ্রীহরি ও হরিজন-সেবা-ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা নাই। সাধারণ বদ্ধজীব কৃষ্ণেতর-বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিবর্ত-বুদ্ধিক্রমে বাহ্য জগতের সেবায় প্রমত্ত হন। তিনিই আবার উন্নতাধিকারে কনিষ্ঠাধিকারগত-ভক্তি লাভ করিবার পর কর্মার্পণাদি-দ্বারা ভগবানের মিশ্র অনুশীলন করেন। জীবের নিত্য-স্বভাবে 'হরিভক্তি'-নামে একটী নিত্যা বৃত্তি বিদ্যমান। বদ্ধজীব যেরূপ প্রাপঞ্চিক-বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মূঢ়তা লাভ করে, শুদ্ধজীবও তদ্রূপ আত্মবৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ভগবানে তাদৃশ আকৃষ্ট হন। কোন কোন হতভাগ্য জীবের বিচারে,—জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তিও মোহাদির ন্যায় একটী প্রাকৃত, হেয়, নিকৃষ্ট বৃত্তিবিশেষ। হেতুবাদী প্রভৃতি জড়বিচার নিপুণ মূর্খ জনগণই জীবন্মুক্ত আত্মারাম পরমহংসগণের

শ্রীশুকের উত্তর, পরমাত্মার সর্বজীব-প্রেষ্ঠত্ব—

শ্রীশুক কহেন,—"শুন, রাজা পরীক্ষিৎ!
পরমাত্মা—সর্ব-দেহে বল্লভ, বিদিত।।৫৩।।

আত্মার সত্তায়ই প্রীতির সত্তা, তদভাবে প্রীতিরাহিত্য—

আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র, বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করায় ততক্ষণ।।৫৪।।

সাধ্য ভক্তির সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধস্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিখিল জীবাত্মার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃতবৃত্তি ভক্তিকে প্রাকৃত মানসিক বৃত্তি-বিশেষ-নামে অভিহিত করেন। এরূপ ভ্রান্তধারণা বশেই সাধারণ লোকে পরমবিদ্বচ্ছিরোমণি শুকাদিরও নিত্য-কৃষ্ণাকৃষ্টিকে প্রাকৃত 'মোহ'-রিপু বলিয়া ভ্রম করেন। এস্থলে, গ্রন্থকার ভক্তের অপ্রাকৃত ভগবৎসেবানন্দকেই লক্ষ্য করিয়া, সাধারণের বোধগম্য-ভাষাতে মোহশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমসেবানন্দই নিত্য-কৃষ্ণদাসের স্বভাব-ধর্ম অর্থাৎ জীব স্বস্বরূপে স্বারসিকী বৃত্তিদ্বারা তাঁহার নিত্যসেব্য কৃষ্ণের উপাসনা করেন। প্রপঞ্চে ভোগময় দর্শনকালে বদ্ধজীব কৃষ্ণপ্রীতি অনুভব না করিলেও আত্মারামাকর্ষী কৃষ্ণ অনাবৃত-চেতন ভোগবিরক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী কৃষ্ণদাসের চিত্ত অজ্ঞাতভাবে আকর্ষণ করেন,—ইহাই রসময় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শান্তরসাশ্রিত কৃষ্ণদাসগণের আকর্ষণ নামে অভিহিত। ব্রজে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু প্রভৃতি শান্তরসাশ্রিত সেবকগণ, দাস্যরসের কর্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানে অবস্থিত না হইয়াও বাহ্য অজ্ঞতা-জ্ঞাপক কৃষ্ণের অজ্ঞাত সেবনই করিয়া থাকেন।।৪৩।।

(ভাঃ ১০।১৪।৪৯ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিদ্বাক্য—) "ব্রহ্মণ্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ। যো ভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্।।" এবং পরবর্তী ৫০-৫৭ শ্লোকে শ্রীশুকবাক্য—"সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ। ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি।। তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্ব-স্বকাত্মনি দেহিনাম্। ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু। দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম। যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্।। দেহোঽপি মমতা-ভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ। যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী।। তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্।। কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।। বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণস্থাস্নুচরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন।। সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্।।"—এই শ্লোকসমূহ ও গ্রন্থকার-কৃত তৎপদ্যানুবাদগুলি এস্থলে দ্রষ্টব্য।।৪৫-৪৬।।

শ্রীগৌরচন্দ্রই গোকুলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নাস্তিকসম্প্রদায় বলেন যে, শ্রীগৌরের আবির্ভাবের ৪৭১২ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণ—গৌরের পূর্ববর্তী, এবং গৌর—কৃষ্ণের পরবর্তী ব্যক্তি, সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-মহাশয় এই পদ্যে শুদ্ধভক্তগণকে অধোক্ষজবস্তু-বিষয়ে প্রাকৃত-কাল-বিচার পোষণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।।৪৭।।

স্নেহ—সর্বদা নিম্নগামী। আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ-সেবকগণ বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে শ্রীকৃষ্ণের অনুক্ষণ সেবা করিলেও এবং সর্বতোভাবে তাঁহার অধীন হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণ-সেবার সমগ্রতা ও সুষ্ঠুতা অর্থাৎ গাঢ়ত্ব-সাধনোদ্দেশে কৃষ্ণাপেক্ষা নিজ-শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন। এই সেবাজনিত কেবল-প্রীতি—কৃষ্ণাপেক্ষা কার্ষ্ণেই অধিক বর্তমান। সেব্যের সেব্যভাব সেবকাপেক্ষা অধিক। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসেবা-ঋণ বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরিশোধ করিবার সুবিধা না থাকায়, বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করিয়া তদীয় চিত্তবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্ভোগবাদী 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি অপসম্প্রদায়সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তি প্রচার বা সেবকের শুদ্ধপ্রেমমাহাত্ম্য-প্রচারের বিরুদ্ধে যে ভাব পোষণ করেন, গৌরকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না।।৪৮।।

শুদ্ধ-দ্বৈতবাদীর বিচারে সাযুজ্য-মুক্তি-বর্ণনায় এক বস্তুতেই আত্মদ্বয়ের অবস্থান লক্ষিত হয়। 'দ্বা' সুপর্ণা শ্রুতি-মন্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাধারেই অবস্থান জানা যায়। পরমাত্মার সেবা বঞ্চিত হইলেই জীবের জড়ভেদ প্রতীতি জন্মে। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা একাধারে অবস্থিত হইলেও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান। তাদৃশ ভেদে হেয়তা ও অবরতা নাই। বস্তুবিষয়ক বিচারে একত্ব প্রতিপাদনোদ্দেশে শুদ্ধদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তে

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আত্মারই প্রীতিপাত্রত্ব-বর্ণন; কৃষ্ণই সর্বজীবজীবন পরমাত্মা—

অতএব, পরমাত্মা—সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা—এই শ্রীনন্দনন্দন।।৫৫।।

কৃষ্ণের পরমাত্মত্ব-হেতু গোপীগণের পরপুত্র কৃষ্ণে পুত্রাধিক স্নেহ—

অতএব পরমাত্মা—স্বভাব-কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে।।"৫৬।।

সহজ প্রীতি-নিবন্ধন ভক্তেরই পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রেষ্ঠত্বোপলব্ধি; কৃষ্ণের পরমাত্মত্ব-জ্ঞানাভাব-ফলেই অভক্তের কৃষ্ণপ্রীতি রাহিত্য—

এহো কথা ভক্ত-প্রতি, অন্য-প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেনে স্নেহ না করয়ে।।৫৭।।

পূর্বপক্ষ উত্থাপনপূর্বক তন্মীমাংসা; আসুর-স্বভাব জীবের অনাদি অপ্রারব্ধ অপরাধই পরমাত্ম-কৃষ্ণ-বিদ্বেষের কারণ—

"কংসাদিহ আত্মা কৃষ্ণে তবে হিংসে কেনে?"
পূর্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে।।৫৮।।

স্বভাব-মধুর শর্করার দৃষ্টান্ত; সর্বমাধুর্যনিলয় সর্বাত্মা কৃষ্ণের দর্শন বা প্রতীতি-ভেদেই জীবের তৎপ্রতি প্রীতি বা দ্বেষ—

সহজে শর্করা মিষ্ট,—সর্ব্বজনে জানে।
কেহ তিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে।।৫৯।।

কৃষ্ণচৈতন্য—স্বভাবতঃ নির্দোষ অধোক্ষজ, তৎপ্রতি উন্মুখ ও বিমুখ দর্শন বা প্রতীতি-ভেদেই জীবের প্রীতি বা দ্বেষ—

জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাই।
অতএব সর্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি।।৬০।।

অদ্বয়জ্ঞানশব্দই বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিকর-বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভগবল্লীলায় অদ্বয়তত্ত্বেরই চিদ্‌বৈচিত্র্য বর্ণিত। অচিদ্‌ভেদের অবরতাই কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচারস্রোতকে অন্যায় ও অবৈধভাবে আক্রমণ করিয়াছে। শুদ্ধদ্বৈত-সিদ্ধান্তপারঙ্গত অদ্বয়জ্ঞান-সেবকের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের পূর্বোক্ত যাবতীয় শুদ্ধ-সিদ্ধান্তেরই একটী পরম আশ্চর্যময় সুষ্ঠুতম সমন্বয় সংস্থাপিত আছে, দেখা যায়।

পরিকরগণের বাস্তব-অধিষ্ঠানে পরমাত্মা শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও দ্বৈতজ্ঞান নাই। আবার, বহির্জগতের প্রাপঞ্চিক হেয়তা-বিচারে দ্বৈতবুদ্ধিক্রমে বিষয়াশ্রয়ের ভেদ ও তাহার অসম্পূর্ণতা অদ্বয়জ্ঞানময় বৈকুণ্ঠরাজ্যে সমত্ব স্থাপন করিতে পারে না। পরমাত্মা ও জীবাত্মা—পরস্পর সৌহার্দধর্মে অবস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে সেই ভাব বিগত হইলেই মায়া জড়জগতে কলত্র-পুত্রাদিরূপে অনিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বিক্ষেপণ ও আবরণ,—পরমাত্মারই জীব-মোহিনী বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমদ্বয়। যে-সময়ে প্রাপঞ্চিক জগতে জীবাত্মা আবদ্ধ থাকেন, তৎকালেই গুণ-মায়া-বশে পুত্র কলত্র ও বিবিধবস্তু বিষয়ক ধারণা তাঁহার অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন-সেবা হইতে পৃথক্ বুদ্ধি উৎপাদন করায়। এইপ্রকার বিবর্তবুদ্ধি হইতেই কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে পুত্র কলত্রাদির প্রতি জীবের ভোগবুদ্ধি ও জড়রূপরসাদির প্রতি ভোক্তৃত্বাভিমান জন্মে। উহা জীবাত্মার ধর্ম নহে, কিন্তু মনোধর্মমাত্র, অর্থাৎ জীবাত্মা মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ে উপাধি-মণ্ডিত হইয়া উপাধিরূপ আধারেই তত্তৎফল লাভের অধিকারী হন, কিন্তু প্রাপঞ্চিক অবরতা শুদ্ধজীবাত্মাকে কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কৃষ্ণানুশীলনই জীবাত্মার নিত্যা বৃত্তি। উপাধিকে আত্মজ্ঞানরূপ বিবর্তই জীবের অভক্তিমূলক ধারণা। তাদৃশী ধারণার বশেই বদ্ধজীব আপনাকে স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত নির্বিশেষ-ব্রহ্মোপাসক কেবলাদ্বৈতী বলিয়া মনে করে, কখনও বা প্রাকৃত-ভোগপরবশ হইয়া স্বর্গ-নরকাদির বুভুক্ষা সম্বর্ধন করে। উপাধিগতা বিকৃতবুদ্ধি শুদ্ধজীবকে মায়াবাদী সাজাইতে গিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের আবরণে মায়া-ব্রহ্মৈক্যবাদ অর্থাৎ জীবমায়া-ব্রহ্মৈক্যবাদ ও গুণমায়া-ব্রহ্মৈক্যবাদ প্রভৃতি কাল্পনিক বিচার-ঘূর্ণিবায়ুতে ঘূর্ণায়মান করায়। যে-কালে দেহ হইতে দেহী উৎক্রান্ত হন, তৎকালেই তিনি বুঝিতে পারেন যে,—"আমি দেহ নহি; আমি যদি 'দেহ' হইতাম, তাহা হইলে আমার আত্মজ আমাকে ঔর্ধ্ব-দেহিক ক্রিয়াকালে পঞ্চভূতকে সেই সেই ভূত পুনঃ প্রদান করিবার যত্ন করিবে কেন? আমি জড় দেহ-ভাণ্ড হইতে স্বতন্ত্রতত্ত্ব বলিয়াই আমার দেহ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়গণ আমার দেহকে দেহত্যাগের পর অপ্রিয়-জ্ঞানে গৃহনিবাস হইতে বাহির করিয়া দেয়।"

অধোক্ষজ গৌর-কৃষ্ণ—শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরই ভক্তিদৃষ্টিগম্য, অভক্তের অক্ষজদৃষ্টিগম্য নহেন—

এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্বজনে।
তথাপিহ কেহ না জানিল ভক্ত বিনে।।৬১।।

শুদ্ধসত্ত্ব-চিত্তচোর নদীয়া-বিহারী গৌর ভগবান্—

ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্বথায়।
বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।।৬২।।

সর্বভক্তচিত্তহর বিশ্বম্ভরের বিশ্বরূপ-সহ গৃহে গমন—

মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজে লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর।।৬৩।।

বিশ্বম্ভরের স্বয়ং ভগবত্তা-সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনে মনে বিতর্ক—

মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়।।"৬৪।।

বৈষ্ণবগণের নিকট অদ্বৈতের অধোক্ষজ বিশ্বম্ভর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে স্বীয় অজ্ঞতা-জ্ঞাপন—

সর্ব-বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
"কোন্ বস্তু এ বালক,—না জানি নিশ্চিত।।"৬৫।।

সর্ববৈষ্ণবের বিশ্বম্ভর-রূপ-প্রশংসা—

প্রশংসিতে লাগিলেন সর্বভক্তগণ।
অপূর্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন।।৬৬।।

বিশ্বরূপের পুনঃ অদ্বৈত-ভবনে আগমন—

নাম-মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত-মন্দিরে।।৬৭।।

বিশ্বরূপের গৃহসুখে বিরাগ হইলেও নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন-সেবা-সম্পাদনে অত্যনুরাগ—

না ভায় সংসার-সুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্তনে।।৬৮।।

কৃষ্ণেতর-গৃহধর্মে ঔদাসীন্য; সর্বক্ষণ স্বভবনে নারায়ণ-গৃহে অবস্থান—

গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে।।৬৯।।

স্বয়ং ভগবদ্বিগ্রহ বিষ্ণু হইয়াও শুদ্ধকৃষ্ণসেবাদর্শ ও জীবোদ্ধার-লীলা-প্রদর্শনার্থ সেবক-জীবাভিমানী বিশ্বরূপের কৃষ্ণেতর প্রাকৃত গৃহ-ধর্মে বিরক্তি—

বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি' বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা।।৭০।।

পরমাত্মার বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত জড়জগতের মিথ্যাত্ব না হইলেও উহার নিত্যাস্তিত্ব নাই অর্থাৎ উহা-পরিবর্তনযোগ্য। নিত্য প্রতীতিবিশিষ্ট আত্মা ও অনিত্যপ্রতীতি বিশিষ্ট মন, উভয়েরই স্বতঃকর্তৃত্বরূপ চেতনধর্ম বর্তমান থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে।।৫৩-৫৬।।

যেরূপ মধুর চিনি পিত্তাদি-দুষ্ট জিহ্বায় 'তিক্ত' বলিয়া আস্বাদিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মধুরদ্রব্যের মাধুর্যের তিক্তপ্রতীতি নাই, তদ্রূপ সর্বকল্যাণনিধান শ্রীচৈতন্যদেবে কোনপ্রকার প্রেমাভাব বা প্রীতির অনধিষ্ঠান অবস্থিত হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বীয় অভীষ্ট-বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের তাদৃশ অনুভূতি—অপরাধজনিত। কর্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানে শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; কিন্তু বদ্ধজীবের মায়িকদৃষ্টি অসম্পূর্ণতা ও অজ্ঞান-দোষে দুষ্ট বলিয়া তাঁহাকে অণুচেতনধর্মী জীব বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয়; প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেব-বিভু-চেতনবস্তু।।৫৯-৬০।।

আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি যদিও সকল জীবহৃদয়ে অবস্থিত, তথাপি বহু পাংশুরাজি-দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণে স্বমুখদর্শনের ন্যায় বদ্ধজীবের আত্মধর্মানুভূতিতে অসামর্থ্য দেখা যায়, তৎকালে সেব্যবস্তুর উপলব্ধির অভাবে জীবের আত্মবৃত্তি সেবা-প্রবৃত্তি স্তব্ধ থাকে; সুতরাং ভক্তীতর কর্ম ও জ্ঞানপথে তাহাদের রুচি দেখা যায়। এইজন্য ভগবদ্‌বস্তুর সেবা সেবা-পর-চিত্ত ব্যতীত সেবা-বিহীনের লভ্য নহে।।৬১।।

বিষ্ণু-গৃহ,—প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহাদের নিজ ব্যবহারোপযোগি গৃহব্যতীত একটি স্বতন্ত্রগৃহে শ্রীনারায়ণের অর্চা-বিগ্রহ (শালগ্রাম) রক্ষিত হইত। সেই গৃহই 'বিষ্ণুগৃহ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভবনে যে নারায়ণগৃহ ভগবৎপূজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেই গৃহে শ্রীবিশ্বরূপ অর্চন-ধ্যানাদির নিমিত্ত অনেক সময় অবস্থান করিতেন।।৬৯।।

কৃষ্ণান্বেষণার্থ প্রাকৃত সংসার-ভোগরূপ দুঃসঙ্গ বর্জনে সঙ্কল্প—

''ছাড়িব সংসার',— বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
''চলি' যাঙ বনে'',—মাত্র এই মনে জাগে।।৭১।।

নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছ মায়াধীশের লীলা-তাৎপর্য—মায়া-বশ্যের অচিন্ত্য, কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-ভজনার্থ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-লীলাভিনয়—

ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে।।৭২।।

কৃষ্ণান্বেষণরূপ কৃষ্ণভজন-পথে শ্রীশঙ্করারণ্যের যাত্রা-লীলা—

জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।।৭৩।।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ-ফলে সগোষ্ঠী মিশ্র ও শচীর ভক্তপুত্র-বিরহে ক্রন্দন—

চলিলেন যদি বিশ্বরূপ-মহাশয়।
শচী-জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়।।৭৪।।

অগ্রজরূপী সেবকবরের বিরহে তৎপ্রেম-সেবা-বশ গৌর-কৃষ্ণের মূর্চ্ছা-লীলাভিনয়—

গোষ্ঠী-সহ ক্রন্দন করয়ে উভরায়।
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায়।।৭৫।।

কৃষ্ণভক্ত-বিচ্ছেদদুঃখ-সমুদ্রমগ্ন মিশ্র ভবন—

সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুরী।।৭৬।।

অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের ভক্ত-বিশ্বরূপের বিচ্ছেদ ও অদর্শনে ক্রন্দন—

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস-দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন।।৭৭।।

নবদ্বীপবাসী শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত মাত্রেরই বিশ্বরূপ-বিরহে দুঃখ—

উত্তম, মধ্যম, যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি,—যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়।।৭৮।।

কৃষ্ণভক্তপুত্র-সঙ্গলাভার্থ তদ্‌বিরহার্ত মিশ্র-শচীর উচ্চৈঃস্বরে বিশ্বরূপকে আহ্বান—

জগন্নাথ-শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে ''বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ!''৭৯।।

পরমার্থবিৎ আত্মীয়স্বজনবর্গের মিশ্রকে সান্ত্বনা-দান—

পুত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধু-বান্ধব সকল।।৮০।।

কৃষ্ণভজনার্থ গৃহরূপ দুঃসঙ্গত্যাগ-ফলেই কৃষ্ণভজনেচ্ছুর তৎকুলোদ্ধার-সাধন—

''স্থির হও, মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্বগোষ্ঠী উদ্ধারিলা সেই মহাজনে।।৮১।।

তৎপুণ্যবলে তদ্বংশীয়গণের নিত্যমঙ্গল লাভ—

গোষ্ঠীতে পুরুষ যা'র করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস।।৮২।।

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণের ভজনার্থ ভোগায়তন গৃহব্রতধর্ম ত্যাগেই বিদ্যাভ্যাসের সার্থকতা—

হেন কর্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সম্পূর্ণ তাহার।।৮৩।।

দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক পুত্ররূপি-বৈষ্ণবের কৃষ্ণভজন চেষ্টা-দর্শনে প্রত্যেক পিতমাতরূপি-বৈষ্ণবের হর্ষলাভৌচিত্য—

আনন্দ বিশেষ আরো করিতে যুয়ায়।''
এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে-পা'য়।।৮৪।।

বিশ্বরূপ শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশঙ্করারণ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎকালে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে দশনামি সন্ন্যাসীর প্রচলন ছিল। 'অরণ্য' সেই দশনামের অন্যতম। ঐ দশনামি-সন্ন্যাসিগণ পূর্বকালে বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। একদণ্ডি-শিবস্বামিগণের সহিত বিবাদ-ফলে পরিশেষে তাঁহারা শঙ্করসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আদিবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে অষ্টোত্তরশত বৈদিক সন্ন্যাসী বর্তমান ছিলেন। শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের পরিণামফলে শ্রীশঙ্করাচার্যের পরবর্তিকালে বৈদিক সন্ন্যাসীর সংখ্যা দশ-নামে পরিণত হয়।

শ্রীশঙ্করারণ্য নানাদেশ পর্যটন করিয়া পরিশেষে বোম্বাইপ্রদেশের শোলাপুর-জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুরঙ্গপুর বা পাণ্ঢর পুর-নামকস্থানে ভীমা-নদীর তীরে সমাধিস্থ হন। কথিত আছে,—শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ বা বিঠোবা-দেবে যতিরাজ শ্রীশঙ্করারণ্য প্রবেশ

বিশ্বম্ভরকে কুলচন্দ্রমারূপে প্রদর্শনপূর্বক সান্ত্বনা প্রদান—

"এই কূলভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর।।৮৫।।

বিশ্বম্ভরের ন্যায় অনুপম পুত্রলাভে মিশ্রের দুঃখ-নিবৃত্তি-সম্ভাবনা—

ইঁহা হৈতে সর্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি-পুত্রে কি করিবে, এ পুত্র যাহার?"৮৬।।

আত্মীয়স্বজনগণের প্রবোধ-সত্ত্বেও মিশ্রের দুঃখলাঘবাভাব—

এইমত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন।।৮৭।।

কোনরূপে স্থির হইয়া বিশ্বরূপ স্মরণে মিশ্রের পুনর্ধৈর্যচ্যুতি—

যে-তে-মতে ধৈর্য ধরে মিশ্র-মহাশয়।
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি' ধৈর্য পাসরয়।।৮৮।।

ভাবি-কালে বিশ্বম্ভরের গৃহস্থধর্ম স্বীকারে মিশ্রের সংশয়—

মিশ্র বোলে,—"এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে।।৮৯।।

তত্ত্ববিৎ মিশ্রের স্বমনঃপ্রবোধন; স্বেচ্ছানুসারে সৃষ্টি-নাশ-কর্তা কৃষ্ণের নিকটে একান্ত শরণাগতি—

দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা, হইব সেই সে।।৯০।।

জন্মস্থিতিনাশ-বিষয়ে জীবের স্বতঃকর্তৃত্বাভাব; সর্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র কৃষ্ণে মিশ্রের সর্বস্ব নিবেদন—

স্বতন্ত্র জীবের তিলার্ধেক শক্তি নাই।
দেহেন্দ্রিয়, কৃষ্ণ, সমর্পিলুঁ তোমা' ঠাঞি।।"৯১।।

কৃষ্ণে একান্ত শরণাগতি-প্রভাবে পরমজ্ঞানী মিশ্রের স্বচিত্তস্থৈর্য-সম্পাদন—

এইরূপে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে-অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির।।৯২।।

করেন। ইহার বহুবর্ষ পরে (১৪৩৩ শকাব্দে) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ঢরপুরে আসিয়া অবস্থান-কালে শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট শ্রীবিশ্বরূপের তথায় নির্যাণ-লাভের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পাণ্ঢরপুর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ ও বহু সাধু বৈষ্ণবের অধ্যুষিত ভূমি ছিল।।৭৩।।

উর্ধ্বরায় বা উভরায়,—উচ্চৈঃস্বরে।।৭৫।।

জগন্নাথপুরী, মিশ্রভবন অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরের অন্তর্গত বর্তমান যোগপীঠ।।৭৬।।

সন্ন্যাস, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে মহর্ষি-পাণিনি-প্রোক্ত গৌড়পুর বা নবদ্বীপনগরে বেদাদি-শাস্ত্রের প্রভূত অনুশীলন হইত। স্বাধ্যায় ব্যতীত জীবের যে সংসারাসক্তি দূর হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ-প্রমুখ অনেকেই সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্বক তাৎকালিক বিদ্যাপীঠ গৌড়পুরের মহিমা বর্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীপুরুষোত্তম-ভট্টাচার্যের সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্যোগপর্বাদি বিবিধ গৌড়ীয়-ভক্তিশাস্ত্রে উল্লিখিত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য যতিরাজ শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি বিদ্বচ্ছিরোমণিগণ বিদ্যাপীঠ গৌড়পুরে গমনাগমন করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও স্বীয় যতিগুরুর সহিত নানাতীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে এই গৌড়পুরেই শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কেশবভারতী ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুগত নবনিধি সন্ন্যাসিগণ তাৎকালিক বর্ণাশ্রমি-সমাজের তুর্যাশ্রম গ্রহণ-পন্থা উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীতে বহু মায়াবাদি-সন্ন্যাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্রৌত-বিচার-বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করিতেন। শ্রীরামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-যতিরাজ শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীমাধবাচার্য প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণ সর্বজ্ঞ আদি বিষ্ণুস্বামীর ধারায় ত্রিদণ্ডগ্রহণ-পন্থা স্বীকার করিয়া হরিসেবা নিরত ছিলেন। তাৎকালিক বর্ণাশ্রমি-সমাজে সন্ন্যাসের আদর ও গৌরব সর্ববাদিসম্মত ছিল। পরবর্তি সময়ে বিলাস নিরত দারি-সন্ন্যাসিগণের আসব পানাদি ও মৎস্য-মাংসাদি 'পঞ্চ ম-কার' সাধন যতিধর্মকে যেরূপ কদর্য ও বিকৃত করিয়াছে, তাহা—প্রকৃতপ্রস্তাবে শোচনীয়। এই গ্লানি-নিরস-কল্পে শুদ্ধগৌড়ীয়ভক্ত-সমাজে উক্ত শব্দ-মাত্রে পর্যবসিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধির পুনঃ প্রচলন অধুনা বৈষ্ণবসমাজের পরম-হিতকর ও সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচিত ও কথিত হইতেছে।

মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ রামাভিন্ন বিগ্রহ মহাসঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপপ্রভুর গৃহত্যাগ-লীলা—

হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর।।৯৩।।

কৃষ্ণসেবাদর্শ প্রদর্শক শ্রীবিশ্বরূপের জীবহিতার্থ সন্ন্যাসলীলা-শ্রবণে বিমুখ-জীবের গৃহব্রতধর্মরূপ সংসারানর্থ-নিবৃত্তি ও কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি—

যে শুনয়ে বিশ্বরূপ-প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্মফাঁস।।৯৪।।

কৃষ্ণভজনার্থ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও তদ্‌বিচ্ছেদ স্মরণে ভক্তগণের যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ—

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
হরিষে বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ।।৯৫।।

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় বৈষ্ণব বিশ্বরূপের সঙ্গ-বঞ্চিত ভক্তগণের কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণাভাব-স্মরণে তদ্‌বিরহে খেদ ও বিলাপ—

''যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণকথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা' সবাকার।।৯৬।।

বিশ্বরূপের অনুসরণে তাৎকালিক কৃষ্ণবিমুখ-জনসঙ্গ-বর্জনে ভক্তগণের সঙ্কল্প—

আমরাও না রহিব, চলি' যাঙ বনে।
এ পাপিষ্ঠ-লোক-মুখ না দেখি যেখানে।।৯৭।।

তাৎকালিক বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী অসৎ লোকসমাজের দুরাচার-বর্ণন—

পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎপথে সর্ব-লোক রত।।৯৮।।

কৃষ্ণনামোচ্চারণ-ত্যাগী ইন্দ্রিয়তর্পণ-সুখলালসা-মগ্ন পাষণ্ডি-সমাজ—

'কৃষ্ণ' হেন নাম নাহি শুনি কা'রো মুখে।
সকল সংসার ডুবি' মরে মিথ্যা সুখে।।৯৯।।

পরদুঃখদুঃখী ভক্তগণের অমৃতের সন্ধানপ্রদান সত্ত্বেও বিষয়-বিষভক্ষণরত পাষণ্ডিগণের তদ্বিনিময়ে উপহাস—

বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরো সে উপহাস করয়।।১০০।।

বহির্দর্শনে কৃষ্ণের নিষ্কাম ভজনকারীর ঐহিক সুখসম্পদ্-রাহিত্য ও দারিদ্র্য-দুঃখ বৃদ্ধিহেতু ইহ-সর্বস্ব অক্ষজজ্ঞানী ভোগিকুলের বিদ্রূপ—

''কৃষ্ণ ভজি' তোমার হইল কোন্ সুখ?
মাগিয়া সে খাও, আরো বাড়ে যত দুঃখ।।''১০১।।

ভক্তগণের বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী দুঃসঙ্গবর্জনপূর্বক নির্জন বনবাসে সঙ্কল্প—

যোগ্য নহে এ-সব লোকের সনে বাস।
''বনে চলি' যাঙ'' বলি' সবে ছাড়ে শ্বাস।।১০২।।

ভক্তগণকে অদ্বৈতপ্রভুর আশ্বাস-প্রদান—

প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত-মহাশয়।
''পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয়।।১০৩।।

স্বয়ং কৃষ্ণের অবতরণ-সম্ভাবনায় অদ্বৈতের হর্ষভরে তদ্বার্তা-জ্ঞাপন—

এবে বড় বাসোঁ মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি,—'কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ'।।১০৪।।

শ্রীঅদ্বৈতাদি যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা লোকচক্ষে বিরহ সূচক হইলেও মিশ্রের বন্ধুবান্ধবগণের আশ্বাসোক্তিদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, উহাতে তত্ত্ববিদ্গণের সমুল্লাস উপস্থিত হইয়াছিল। নৈষ্কর্ম্যরূপ সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহাসক্তজনগণের শোকাশ্রু এবং মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবণমূলক সন্ন্যাস প্রিয় ভক্তগণের আনন্দাশ্রু সমজাতীয় নহে।।৭৭।।

প্রাকৃত পুত্রের প্রাকৃত পিতার ন্যায় জগন্নাথ মিশ্র পুত্র শোকে কাতর হইবার যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, উহা পুত্রাদি প্রাকৃতবস্তুর মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বঞ্চনা এবং বিশ্বরূপের কৃষ্ণভজনপর সন্ন্যাসের মহিমা-সূচক বাক্যদ্বারা দৈব-বর্ণাশ্রমি-সমাজের নিকট ভোগোত্থ শোকনাশক সন্ন্যাসের গৌরব প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই, জানিতে হইবে।।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণে পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রাপঞ্চিক বিচারোত্থ বাৎসল্য রসের বিকার অপনোদিত হইয়া নিত্যসত্য-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুবস্তুতে যে পুত্রোপলব্ধি ঘটিল, তাহাই প্রাকৃত বাৎসল্য-রস-বন্ধন-নিবারক প্রকৃত সন্ন্যাস।।৯২।।

সকলকেই কৃষ্ণকীর্তনে আদেশ, অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রাকট্য-দর্শন-সম্ভাবনা—

সবে 'কৃষ্ণ' গাও গিয়া পরম-হরিষে।
এথাই দেখিবা কৃষ্ণে কথেক দিবসে।।১০৫।।

স্বভক্তগণসহ অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনের চিদ্বিলাস-দর্শনেই কৃষ্ণেতর দ্বিতীয়াভিনিবেশ-রহিত স্বীয় শুদ্ধভক্তিসূচক অদ্বৈত-নামের সার্থকতা বর্ণন—

তোমা' সবা লঞা হইবে কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে 'অদ্বৈত' হঙ শুদ্ধকৃষ্ণদাস।।১০৬।।

গৌরদাসানুদাসের শুক-প্রহ্লাদাদিরও দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম-প্রসাদ-লাভ—

কদাচিৎ যাহা না পায় শুক বা প্রহ্লাদ।
তোমা'-সবার ভৃত্যেও পাইবে সে প্রসাদ।।''১০৭।।

শ্রীঅদ্বৈত-মুখামৃতবাণী-পানে ভক্তগণের আশ্বাস-লাভ ও হরিধ্বনি—

শুনি' অদ্বৈতের অতি-অমৃত-বচন।
পরম-আনন্দে 'হরি' বোলে ভক্তগণ।।১০৮।।

সকল ভক্তের হৃদয়ে সুখোদয়—

'হরি' বলি' ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার।।১০৯।।

ভক্তগণের হরিধ্বনি-শ্রবণে বিশ্বম্ভরের প্রবেশ—

শিশুসঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি' যায় বাড়ীর ভিতর।।১১০।।

ভক্তগণের প্রশ্নোত্তরে হরিনামরূপ নিজনামাহ্বান-ফলেই স্বীয় আগমন-জ্ঞাপন—

''কি কার্যে আইলা, বাপ?'' বোলে ভক্তগণে।
প্রভু বোলে,—''তোমরা ডাকিলা মোরে কেনে?''১১১।।

প্রকারান্তরে আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলিলেও প্রভু-মায়া-মুগ্ধ ভক্তগণের তদনুপলব্ধি—

এত বলি' প্রভু শিশু-সঙ্গে ধাঞা যায়।
তথাপি না জানে কেহ প্রভুর মায়ায়।।১১২।।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগাবধি প্রভুর চাঞ্চল্য-ত্যাগ—

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির।।১১৩।।

বিশ্বরূপের বিয়োগ-দুঃখলাঘবার্থ ভক্তবৎসল ভগবানের নিরন্তর পিতৃমাতৃ-সমীপে অবস্থান—

নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে।।১১৪।।

নিমাইর ক্রীড়া-চাপল্যাদি-ত্যাগ ও অনুক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ—

খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি' পড়ে।
তিলার্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে।।১১৫।।

বিশ্বম্ভরের অমানুষিক স্মৃতি বা মেধা শক্তি—

একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায়।।১১৬।।

বিশ্বরূপপ্রভু-সংকর্ষণ-তত্ত্ব, তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের সহিত অভিন্ন। মূল সংকর্ষণ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপ্রভুর মহা বৈকুণ্ঠে যে 'প্রকাশ' অবস্থিত, তিনিই গৌরলীলায় বিশ্বরূপ।।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসলীলা শ্রবণ করিলে জীবের কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ ঘটে। শ্রীবিশ্বরূপের অংশত্রয় যথাক্রমে প্রথম পুরুষাবতার কারণোদশায়ি-বিষ্ণু, দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ি বিষ্ণু এবং তৃতীয়-পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ি বিষ্ণু; এই বিষ্ণুত্রয়ের সন্ধান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই জীব প্রপঞ্চ-দর্শন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।।৯৪।।

পাপিষ্ঠ-লোক-মুখ,—কৃষ্ণবিমুখ ভোগপর সংসার-নিপুণ জনগণের মুখ।।৯৭।।

মিথ্যা-সুখ-অনিত্য ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক সুখ। আত্মারামদিগেরই প্রকৃত নিত্যসত্য সুখ বা ভগবদ্‌বিষ্ণুদাস্যানন্দ, আর বদ্ধ বিষ্ণুবিমুখ জীবের নশ্বর সুখলাভে ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত উপস্থিত হইলে, অথবা ভোগ-সুখের বিষয় বিনষ্ট হইলে ঐ অনিত্য-সুখই দুঃখে পরিণত হয়।।৯৯।।

তদ্দর্শনে সকলের বিশ্বম্ভরকে ও মিশ্র শচীকে প্রশংসা—

দেখিয়া অপূর্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বোলে,—"ধন্য পিতা-মাতা হেন বংশে।।"১১৭।।

সকলের মিশ্র-ভাগ্য-প্রশংসা—

সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ-স্থানে।
"তুমি ত' কৃতার্থ, মিশ্র, এ-হেন নন্দনে।।১১৮।।

বিশ্বম্ভরের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে সকলের ভবিষ্যদ্বাণী—

এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিঞা হইবে অধ্যয়নে।।১১৯।।

শুনিবা-মাত্রই নিমাইর সর্ববিধ অর্থ-ব্যাখ্যান-সামর্থ্য—

শুনিলেই সর্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তা'ন ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে।।"১২০।।

তচ্ছ্রবণে পুত্রস্নেহবৎসলা শচীর হর্ষ ও গৌরবানুভব, কিন্তু মিশ্রের আশঙ্কা—

শুনিঞা পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ।।১২১।।

বিশ্বম্ভরের ভাবি-সন্ন্যাস-সম্বন্ধে শচীর নিকট মিশ্রের আশঙ্কা জ্ঞাপন—

শচী-প্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
"এহ পুত্র না রহিবে সংসার-ভিতর।।১২২।।

পূর্বে বিশ্বরূপের অনিত্য-গৃহ-ত্যাগাভিনয়ের দৃষ্টান্তোল্লেখ—

এইমত বিশ্বরূপ পড়ি' সর্বশাস্ত্র।
জানিলা,—'সংসার সত্য নহে তিলমাত্র'।।১২৩।।

সর্বশাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ বিশ্বরূপের কৃষ্ণসেবা-হীন গৃহব্রতধর্মকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জনপূর্বক কৃষ্ণান্বেষণার্থ প্রব্রজ্যা-লীলা—

সর্বশাস্ত্র-মর্ম জানি' বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির।।১২৪।।

বিশ্বরূপের অনুসরণে বিশ্বম্ভরেরও সর্বশাস্ত্র-তাৎপর্য জ্ঞান-লাভানন্তর কৃষ্ণান্বেষণে প্রব্রজ্যা-সম্ভাবনা—

এহো যদি সর্বশাস্ত্রে হইবে জ্ঞানবান্।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়ান।।১২৫।।

সর্বশেষ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-ফলে তদ্দর্শনাশা ত্যাগ, পুনরায় বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসে উভয়ের প্রাণত্যাগের নিশ্চয়তা—

এই পুত্র—সবে দুইজনের জীবন।
ইহারে না দেখিলে দুইজনের মরণ।।১২৬।।

বিশ্বম্ভরের ভাবি-সন্ন্যাসাশঙ্কায় ভীত মিশ্র-কর্তৃক পুত্রের অধ্যয়ন ত্যাগপূর্বক গৃহে অবস্থিতি কামনা—

অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাই।
মূর্খ হঞা ঘরে মোর রহুক নিমাঞি।।"১২৭।।

পণ্ডিত-পুত্রের মাতৃত্বে গৌরবানুভবকারিণী শচী-কর্তৃক নিমাইর অধ্যয়ন ত্যাগের ভাবি কুফল-বর্ণন—

শচী বোলে,—"মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে?
মূর্খেরে ত' কন্যাও না দিবে কোন জনে।।"১২৮।।

শচীকে মিশ্রের তিরস্কার; মিশ্রের একান্ত শরণাগতি বা কৃষ্ণ-পরতন্ত্রতা ও নির্ভরতা—

মিশ্র বলে,—"তুমি ত' অবোধ বিপ্রসুতা!
হর্তা কর্তা ভর্তা কৃষ্ণ—সবার রক্ষিতা।।১২৯।।

জগন্নাথ কৃষ্ণই জগৎ-পোষক, জড়বিদ্যাদি জীব-পৌরুষ নহে—

জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ।
'পাণ্ডিত্যে' পোষয়ে,—কেবা কহিলা তোমা ত?১৩০।।

সর্বফলদাতা কৃষ্ণেচ্ছারূপ অদৃষ্টই বিবাহাদির নির্বন্ধকারক—

কিবা মূর্খ, কি পণ্ডিত, যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ, সে হইবে আপনে।।১৩১।।

প্রত্যক্ষবাদিগণ নশ্বর জড় সুখে মত্ত থাকায়, পারমার্থিকসত্য বুঝিতে না পারিয়া উহাতে অনাদরবশতঃ হাস্য করে; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বলে অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কৃষ্ণভক্তি যে জীবের একমাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া, বিপরীত বিশ্বাস-ক্রমে জড়জগতে আসক্ত ও ফল ভোগবাদী হইয়া পড়ে।।১০০।।

অনভিজ্ঞ হরিবিমুখ জনগণ বিষয়ভোগী ও কৃষ্ণভক্তের মধ্যে তুলনা করিতে গিয়া বলিয়া থাকে যে কৃষ্ণভক্তের কোন ঐহিক সুখ নাই; পরন্তু নিরন্তর অভাবের মধ্যে থাকায়, তাঁহার ঐহিক দুঃখরাশি বৃদ্ধি পায় মাত্র।।১০১।।

সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণই বিপ্রের পোষক ও পালক—

কুল-বিদ্যা-আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—সর্ব-বল।।১৩২।।

পাণ্ডিত্যাদি পৌরুষ-সত্ত্বেও দারিদ্র-সম্ভাবনা; স্বীয় উক্তি-পোষক স্ব-দৃষ্টান্ত-কথন—

সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত? ১৩৩।।

পক্ষান্তরে, নিতান্ত মূর্খেরও আঢ্যত্ব-হেতু দরিদ্র পণ্ডিত-সঙ্ঘের তদধীনত্ব-স্বীকার—

ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তা'র দ্বারে।।১৩৪।।

জড়পাণ্ডিত্যাদি জীব-পৌরুষ বিশ্বপোষণ-কারণ নহে, বিশ্বম্ভর কৃষ্ণই একমাত্র বিশ্বের পোষক ও পালক—

অতএব বিদ্যা-আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ-পালন।।''১৩৫।।

তথাহি—

বিষ্ণুপূজকেরই অক্লেশে দেহত্যাগ ও দেহযাত্রা-নির্বাহ-যোগ্যতা—

''অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ।।''১৩৬।।

শ্লোকার্থ—

''অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে।।১৩৭।।

কৃষ্ণকৃপাই ক্লেশঘ্নী, প্রচুর জড়সম্পদ নহে—

কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটি-কোটি ধন।।১৩৮।।

কৃষ্ণকৃপা-হীনের উৎকৃষ্ট সম্পদ্ সত্ত্বেও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ বা তাপত্রয়—

যা'র গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তা'রে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ ।।১৩৯।।

শুদ্ধকৃষ্ণদাস্যে কোনও মিশ্র বা ভেদ-ভাব নাই। স্বীয় বিলাসের উপকরণসমূহের সহিত বৃত্তিগত একতাৎপর্যপর হইয়াও অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিভেদে লীলা- ভেদ-বৈচিত্র্য। শুদ্ধদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত, এই বিচারচতুষ্টয়ে কৃষ্ণপূজার তাৎপর্য উদ্দিষ্ট ও প্রকাশিত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুতেও তাদৃশ অদ্বয়জ্ঞান বিচার অবস্থিত ছিল।।

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে' ১৮ শ্লোকে---) ''ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ। যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ।।'' শ্রীরূপপ্রভু কৃত 'উপদেশামৃতে' ১১শ শ্লোকে-''যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাম্।।''১০৭।।

উলটিয়া,---(হিন্দী 'উল্টা' শব্দ), ফিরিয়া, পক্ষান্তরে; ঠেকায়,---বিপদে ফেলে, পরাজয় করে।।১১৬।।

ফাঁকি,---সংস্কৃত 'ফক্কিকা' শব্দের অপভ্রংশ; সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির মধ্যে দোষ প্রদর্শনপূর্বক পুনর্বার সংশয় ও পূর্বপক্ষস্থাপন; কূট তর্ক, চাতুরী।।১২০।।

বিমরিষ,---বিমর্ষ, বিষণ্ণ।।১২১।।

পয়ান,---প্রয়াণ-শব্দের অপভ্রংশ, প্রস্থান, গমন, যাত্রা।।১২৫।।

দুইজনের,---পিতামাতার।।১২৬।।

জীবেক,---জীবিত থাকিবে---রাঢ় দেশে ব্যবহৃত।।১২৮।।

পোষয়ে,---পোষণ করে।।১৩০।।

উপলক্ষণ,---যাহা আশ্রয় করিয়া বস্তুবৃত্তি পরিচিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহা বস্তুর বৃত্তি নহে; গৌণ বিশেষণ।।১৩২।।

অন্বয়। অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য (গোবিন্দস্য চরণং গোবিন্দচরণম্) ন আরাধিতম অনারাধিতম্; অনারাধিতং গোবিন্দচরণং যেন তস্য, কৃষ্ণপূজা-বিহীনস্য জনস্য ইত্যর্থঃ) অনায়াসেন (সুখেন) মরণং (মৃত্যুঃ), দৈন্যেন (দারিদ্রং) বিনা জীবনং (প্রাণধারণং কথং ভবেৎ (সম্ভবেৎ)?১৩৬।।

কৃষ্ণকৃপা-হীন ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট ধনীর দুর্দশা-বর্ণন—

কিছু বিলসিতে নারে, দুঃখে পুড়ি' মরে।
যা'র নাহি, তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে।।১৪০।।

জীবের সর্বসম্পদ্ সত্ত্বেও কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত সবই অসম্ভব ও কৃষ্ণেচ্ছানুসারেই সকলে যথার্থ পরিচালিত—

এতেকে জানিহ,—থাকিলেও কিছু নয়।
যারে যেন কৃষ্ণ আজ্ঞা, সেই সত্য হয়।।১৪১।।

পাঠত্যাগ-জন্য বিশ্বম্ভরের ভাবি-দুর্দশা-চিন্তনে শচীকে নিষেধ, কৃষ্ণের পোষকত্ব-বিষয়ে মিশ্রের দৃঢ় বিশ্বাস—

এতেকে না কর চিন্তা পুত্র-প্রতি তুমি।
'কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র',—কহিলাঙ আমি।।১৪২।।

যাবজ্জীবন মিশ্রের পুত্র-পোষণ-প্রতিজ্ঞা—

যাবৎ শরীর প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার।।১৪৩।।

কৃষ্ণকেই রক্ষক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, পুত্রের ভাবি-দুর্দশা-স্মরণে দুশ্চিন্তাগ্রস্তা শচীকে মিশ্রের উৎসাহ-প্রদান—

আমা'-সবার কৃষ্ণ আছেন রক্ষয়িতা।
কিবা চিন্তা, তুমি যা'র মাতা পতিব্রতা।।১৪৪।।

বিশ্বম্ভরের ভাবি-সন্ন্যাস-ভয়ে ভীত মিশ্রের পুত্রকে অধ্যয়ন ত্যাগ করাইয়া গৃহে অবস্থাপনেচ্ছা—

"পড়িয়া নাহিক কার্য বলিলুঁ তোমারে।
মূর্খ হই' পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে।।"১৪৫।।

বিশ্বম্ভরকে আহ্বানপূর্বক তদ্বিষয়ে আদেশ প্রদান—

এত বলি' পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বোলে,—"শুন, বাপ, আমার উত্তর।।১৪৬।।

শপথ প্রদানপূর্বক বিশ্বম্ভরকে পাঠত্যজনার্থ আদেশ—

আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর,—শপথ আমার।।১৪৭।।

পাঠহীন অবস্থায় বিশ্বম্ভরের গৃহে অবস্থান-বাঞ্ছা—

যে তোমার ইচ্ছা, বাপ, তাই দিব আমি।
গৃহে বসি' পরম-মঙ্গলে থাক তুমি।।"১৪৮।।

মিশ্রের প্রস্থান, বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন-ত্যাগ—

এত বলি' মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর।।১৪৯।।

সনাতনধর্ম বিগ্রহ ভক্ত-পিতৃ-বৎসল বিশ্বম্ভরের পিত্রাদেশে পাঠত্যাগ—

নিত্য ধর্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
না লঙ্ঘে জনক-বাক্য, পড়িতে না যায়।।১৫০।।

পাঠত্যাগ-হেতু ক্ষোভ ও দুঃখভরে নিমাইর পুনরায় ঔদ্ধত্য ও চাপল্য-লীলা—

অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু-সঙ্গে।।১৫১।।

নিমাইর অত্যাচার—

কিবা নিজ-ঘরে প্রভু, কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে।।১৫২।।

ক্রীড়াসঙ্গিগণ-সহ রাত্রিতেও ক্রীড়া—

নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্বরাত্রি শিশু-সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে।।১৫৩।।

বৃষবৎ রূপ ধরিয়া সঙ্গিগণসহ নিমাইর ক্রীড়া—

কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ, দুই শিশু মেলি'।
বৃষ-প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী।।১৫৪।।

অনুবাদ। যে-ব্যক্তি গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম কখনও আরাধনা করে নাই, তাহার পক্ষে অনায়াসে মৃত্যুলাভ ও দারিদ্র্যবিহীন জীবন-ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?১৩৬।।

নহে,—সম্ভব হয় না।।১৩৭।।

উপভোগ,—বিলাস-সম্ভোগ।।১৩৯।।

বিলসিতে,—ভোগবাসনা-মূলে বিহার করিতে।।১৪০।।

রাত্রিতে বৃষবৎ রূপ ধরিয়া গৃহস্থের কদলীবন-নাশ—

যার বাড়ী কলাবন দেখি' থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষ-রূপে ভাঙ্গয়ে আপনে।।১৫৫।।

নিদ্রোত্থিত গৃহস্থের শব্দ-শ্রবণে সঙ্গিগণ-সহ নিমাইর পলায়ন—

গরু-জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, শিশু-সংহতি পলায়।।১৫৬।।

গৃহস্থের গৃহদ্বারে বাহির হইতে অর্গল বন্ধন; তৎফলে গৃহস্থের মহা-বিপদ্—

কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে।।১৫৭।।

গৃহস্থের চিৎকার, নিমাইর পলায়ন—

'কে বান্ধিল দুয়ার?' করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, প্রভু উঠিয়া পলায়।।১৫৮।।

শিশুসঙ্গিগণসহ বৈকুণ্ঠনাথ গৌরহরির অহর্নিশ ক্রীড়া—

এইমত দিন-রাত্রি ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ-সঙ্গে ক্রীড়া করেন সর্বদায়।।১৫৯।।

গৌরগোপালের চাঞ্চল্য ও অত্যাচার দেখিয়াও বিশ্বম্ভরের ভাবি সন্ন্যাস-স্মরণে মিশ্রের শাসন-বর্জন—

যতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর।।১৬০।।

মিশ্রের কার্য-ব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন—

একদিন মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু, ক্রোধিত অন্তর। ১৬১।।

পাঠত্যাগ ফলে ক্রোধভরে বহিরিন্দ্রিয় দৃশ্য অশুচি হাণ্ডীতে বিশ্বম্ভরের উপবেশন—

বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্য-হাঁড়ীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন।।১৬২।।

প্রাকৃত গুণময় স্থানে অবস্থিত দৃষ্ট হইলেও তুরীয় ও শুদ্ধসত্ত্ব তদ্রূপবৈভব-ধামাশ্রয় বিষ্ণুর গুণস্পর্শ-রাহিত্য ও বিষ্ণু-সম্বন্ধি শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বস্তুর সংস্পর্শমাত্রেই বস্তুর গুণদোষ শুদ্ধি প্রভৃতি কর্মমিশ্র-কনিষ্ঠাধিকারাতীত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-দর্শন-শ্রবণেই জীবের ভজন সিদ্ধি—

এ বড় নিগূঢ় কথা,—শুন এক মনে।
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে।।১৬৩।।

অধোক্ষজ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কর্মজড় স্মার্তের বিধি-নিষেধাতীতত্ব; শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ শ্রীশেষ-কর্তৃক সিংহাসনাদি দশদেহে অদ্বয়জ্ঞান গৌর-কৃষ্ণ-সেবন—

বর্জ্য-হাঁড়ীগণ সব করি' সিংহাসন।
তথি বসি' হাসে গৌরসুন্দর-বদন।।১৬৪।।

পরিত্যক্ত পাকপাত্রের কালিমা-লিপ্তাঙ্গ গৌরের উপমা—

লাগিল হাঁড়ীর কালি সর্ব্ব-গৌর-অঙ্গে।
কনক-পুতলি যেন লেপিয়াছে গন্ধে।।১৬৫।।

শিশুগণের তদবস্থ নিমাইর বিরুদ্ধে শচী-সমীপে অভিযোগ—

শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী-স্থানে।
"নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ীর আসনে।।"১৬৬।।

তত্ত্বজ্ঞানহীনা ভেদবুদ্ধিযুক্তা স্ত্রী-অভিমানে শচীর নিমাইকে তদবস্থ-দর্শনে ঘৃণাভরে খেদোক্তি—

মা'য়ে আসি' দেখিয়া করেন 'হায় হায়'।
"এ স্থানেতে, বাপ, বসিবারে না যুয়ায়।।১৬৭।।

প্রাকৃত শুচি-অশুচি-বোধহীন জ্ঞানে নিমাইকে শচীর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা—

বর্জ্য-হাঁড়ী ইহা-সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান?"১৬৮।।

মাতার প্রতি নিমাইর স্বীয় পাঠত্যাগ-সম্বন্ধে প্রত্যভিযোগ—

প্রভু বোলে,—"তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ-বিপ্রে জানিবে কেমতে? ১৬৯।।

দ্বারা দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে,—বাহির হইতে দ্বার বন্ধ। অর্থাৎ রুদ্ধ করে। লঘ্বী,—মূত্রত্যাগ; গুর্বী,—মলত্যাগ।।১৫৭।।

বর্জ্য,—বর্জিত, পরিত্যক্ত; হাঁড়ী,—সংস্কৃত 'হাণ্ডী'—শব্দের অপভ্রংশ, অন্নাদির পাক-পাত্রবিশেষ।।১৬২।।

নিমাইর গৌরবর্ণ অঙ্গে দগ্ধ-মৃদ্ভাণ্ডের কালী সংলগ্ন থাকায় তাঁহাকে এরূপ দেখাইতেছিল যে, কেহ যেন সেই সোণার পুতুলের অঙ্গে গন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণ অগুরুচন্দন মাখাইয়া দিয়াছে।।১৬৫।।

প্রকারান্তরে স্বীয় অদ্বয়জ্ঞানত্ব-কথন—

মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভাল-মন্দ-স্থান।
সর্বত্র আমার 'এক' অদ্বিতীয়-জ্ঞান।।''১৭০।।

প্রভুর তত্ত্বজ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ দত্তাবতারাবেশ—

এত বলি' হাসে বর্জ্য-হাঁড়ীর আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে।।১৭১।।

বাহ্য-দর্শনে অশুদ্ধিস্থান-সংস্পৃষ্ট বিশ্বম্ভরকে শচীর শুদ্ধি-লাভের উপায়-জিজ্ঞাসা—

মা'য়ে বোলে,—''তুমি যে বসিলা মন্দ-স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইব কেমনে?''১৭২।।

প্রভু-কর্তৃক শচীমাতাকে স্বীয় অপ্রাকৃত গুণদোষাতীতত্ব ও নিখিলপাবন-পাবন বাসুদেবত্ব-জ্ঞাপন—

প্রভু বোলে,—''মাতা, তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি।।১৭৩।।

নিখিল-পুণ্যধাম বিষ্ণুর পাদপদ্মেই সর্ব-পুণ্যতীর্থের অবস্থান—

যথা মোর স্থিতি, সেই সর্ব পুণ্যস্থান।
গঙ্গা-আদি সর্ব তীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান।।১৭৪।।

অদ্বয়জ্ঞান-বিমুখ ভেদবুদ্ধি-বশে ভোগনেত্রের আবৃত দর্শনেই অক্ষজজ্ঞান বা মনোধর্মোত্থ ভদ্রাভদ্রজ্ঞানরূপ ভ্রম—

আমার সে কাল্পনিক 'শুচি' বা 'অশুচি'।
স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি'।।১৭৫।।

ভগবদধোক্ষজ-পদস্পর্শে ভোগনেত্রের অশুদ্ধ প্রাকৃত-ভেদ-দর্শন-ধ্বংস ও বাস্তবশুদ্ধি প্রাকট্য—

লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়? ১৭৬।।

বিষ্ণুসম্বন্ধি শুদ্ধসত্ত্ব দ্রব্য ও ক্রিয়ার বাস্তব-নির্দোষত্ব—

এ-সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি' করিলা রন্ধন।।১৭৭।।

বিষ্ণুসম্বন্ধি শুদ্ধসত্ত্বদ্রব্য-সংস্পর্শে জীবের গুণদোষাশুদ্ধি-মল-নাশ-ফলে দ্রব্যের বাস্তবশুদ্ধি-প্রাকট্য—

বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সে হাঁড়ী-পরশে আর-স্থান শুদ্ধ হয়।।১৭৮।।

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রাকৃত জড়সংস্পর্শ শূন্যতা ও বিষ্ণু-সংস্পর্শে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাকট্য—

এতেকে আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে।।''১৭৯।।

প্রকারান্তরে নিজ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বর্ণনসত্ত্বেও প্রভু-মায়ামুগ্ধ সকলেরই তদনুপলব্ধি—

বাল্যভাবে সর্বত কহি' প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া-বশে।।১৮০।।

নিমাইর বাক্যকে প্রলাপ জ্ঞানে সকলের হাস্য, স্নানার্থ তাঁহাকে শচীর আদেশ—

সবেই হাসেন শুনি' শিশুর বচন।
''স্নান আসি' কর''—শচী বোলেন তখন।।১৮১।।

পরশিলে,—স্পর্শ করিলে; জ্ঞান,—শুচি-অশুচি (পবিত্রাপবিত্র) বা মেধ্যামেধ্য-বোধ।।১৬৮।।

ভদ্রাভদ্র,—শুচি-অশুচি, পবিত্রাপবিত্র জ্ঞান।।১৬৯।।

অদ্বিতীয় জ্ঞান,—সর্বত্র অদ্বয়জ্ঞান-বুদ্ধি।।১৭০।।

দত্তাত্রেয়,—(লঘু-ভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৪৫-৪৮ সংখ্যায়)—ভাঃ ২।৭।৪ ''অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহতুষ্টো দত্তো ময়াহমিতি যদ্ভগবান্ স দত্তঃ। যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ।।'' ভাঃ ১।৩।১১—''ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া। আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্।।'' ''শ্রীব্রহ্মাণ্ডে তু কথিতমত্রিপত্ন্যানসূয়য়া। প্রার্থিতো ভগবানত্রেরপত্যত্বমুপেয়িবান্।।'' তথা হি—''বরং দত্তানসূয়ায়ৈ বিষ্ণুঃ সর্বজগন্ময়ঃ। অত্রেঃ পুত্রোঽভবৎ তস্যাং স্বেচ্ছামানুষ-বিগ্রহঃ। দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশবিভূষিতঃ।।১৭১।।

অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্কন্ধে কথিত আছে যে, ''অপত্যকামী মহর্ষি অত্রির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যেহেতু ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—'আমা-কর্তৃক আমি দত্ত হইলাম' অর্থাৎ 'আমি আমাকে তোমায় দিলাম', সেইজন্যই তিনি 'দত্ত'-নামে প্রকটিত হইলেন; তাঁহার

নিমাইর স্থান-ত্যাগে অনিচ্ছা, মিশ্রকে তদ্‌জ্ঞাপনপূর্বক তৎকর্তৃক প্রহার ভয়-প্রদর্শন—

না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি' আছে।
শচী বোলে,—"ঝাট আয়, বাপ জানে পাছে।।"১৮২।।

অধ্যয়নে পিতামাতার অনুমতি-প্রদান বিনা অশুচি-স্থান-ত্যাগে নিমাইর অসম্মতি-জ্ঞাপন—

প্রভু বোলে,—"যদি মোরে না দেহ' পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ,—কহিলুঁ তোমাতে।।"১৮৩।।

নিমাইর অধ্যয়ন বর্জন-হেতু সকলের শচীকে ভর্ৎসনা—

সবেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সবে বোলে,—"কেনে নাহি দেহ' পড়িবারে?১৮৪।।

জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যার্জনে তাৎকালিক লোকসমাজের উৎসাহ-পরিচয়—

যত্ন করি' কেহ নিজ-বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে আপনে পড়িতে শিশু চায়।।১৮৫।।
কোন্ শত্রু হেন-বুদ্ধি দিল বা তোমারে?
ঘরে মূর্খ করি' পুত্র রাখিবার তরে? ১৮৬।।

সকলের নিমাইর পক্ষ ও আচরণ সমর্থন—

ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেক নাই।"
সবেই বোলেন,—"বাপ,আইস, নিমাঞি! ১৮৭।।
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি কর ভালমতে।।"১৮৮।।

পাদপদ্ম-রেণুদ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া যদু ও হৈহয় (কার্তবীর্য) প্রভৃতি রাজগণ ঐহিক ও পারলৌকিক অথবা ভুক্তিমুক্তিরূপ যোগৈশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম স্কন্ধে কথিত আছে যে, "অনসূয়া-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু তদীয় ষষ্ঠ-অবতারে মহর্ষি অত্রির ঔরসে শ্রীদত্ত-নামক পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়া, অলর্কবিপ্রকে এবং প্রহ্লাদ, যদু ও কার্তবীর্য প্রভৃতি রাজাকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অত্রিপত্নী অনসূয়া-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু অত্রির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তথাহি—"স্বেচ্ছাক্রমে নরবপুধারী সর্বজগন্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অনসূয়াকে বর দান করিয়া তাঁহার গর্ভে অত্রির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি—শ্রীদত্তাত্রেয়-নামে বিখ্যাতও যতিবেশে বিভূষিত।"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা-মতে,—অত্রিকর্তৃক ভগবৎ-সদৃশ পুত্রোৎপত্তি-প্রার্থনাই চতুর্থ-স্কন্ধের এবং অনসূয়া-কর্তৃক ভগবানকে সাক্ষাৎপুত্রত্বে প্রার্থনাই প্রথম স্কন্ধের অভিপ্রায় এবং এই শেষোক্ত মতেরই পোষক-সূত্রে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-বাক্য, বুঝিতে হইবে।।১৭১।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১৭৬ সংখ্যায়)—"দ্বৈতে ভদ্রা-ভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম'। 'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম'।। (ভাঃ ১১।২৮।৪)—"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ।।"

অভক্ত প্রকৃতিবাদী স্মার্তের বিচারানুগমনে গৃহব্রতগণ অক্ষজজ্ঞানে যেরূপ শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার করেন, বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য তাহা নহে। বৈষ্ণবস্মৃতি-মতে ভগবৎপ্রীত্যোদ্দেশে অনুষ্ঠিত সেবার কার্য ও উপকরণগুলি কোনপ্রকারে অনুপাদেয়, বিকৃত বা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দরের অদ্বয়জ্ঞানসুদর্শনমূলক এই শুদ্ধবৈষ্ণবস্মৃতিবিচার সাধারণ অক্ষজজ্ঞান-প্রমত্ত স্মার্তগণের প্রাকৃত বিধির বিপর্যয় সাধন করিয়াছে।

(পদ্মপুরাণে—) "নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। * * ব্রহ্মবর্ন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।।"

নিবেদন-যোগ্য উপকরণই 'নৈবেদ্য'। বিসর্জনীয় অমেধ্য দ্রব্যসমূহ কখনই বিষ্ণু-নৈবেদ্য হইতে পারে না। বৈষ্ণব স্মৃতিতে বৈষ্ণবের প্রাকৃত-শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচারের পরিবর্তে বিষ্ণু-সম্বন্ধ-দর্শনই বিহিত। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃই অপ্রাকৃত জীবন্মুক্তের বিচারপ্রিয়; সাধারণ প্রাকৃতদৃষ্টিবিশিষ্ট নহেন। "সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।।" "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।" এবং "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এতৎপ্রসঙ্গে বিচার্য।

বৈষ্ণবদর্শনে শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার স্মার্ত-বিচার হইতে পৃথক্ অর্থাৎ প্রাকৃত বিচার পরিত্যাগ করিয়া অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতে সেবোন্মুখতা-বিচারেই দর্শকের পবিত্রতা ও উৎকর্ষাবস্থা নির্ভর করে।।১৭৩-১৭৯।।

আমার,—অদ্বয়জ্ঞান-বিচারহীন বদ্ধজীবের; স্রষ্টার,—জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের।।১৭৫।।

প্রভু-তত্ত্বজ্ঞগণের প্রভুর লীলা-দর্শনে সুখ—

না আইসে প্রভু, সেইখানে বসি' হাসে।
সুকৃতিসকল সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে।।১৮৯।।

স্বয়ং শচীর নিমাইকে ধারণ, নিমাইর হাস্যোপমা—

আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র,—যেন ইন্দ্রনীলমণি।।১৯০।।

প্রভু-মায়া-মুগ্ধ সকলের প্রভু-কথিত অদ্বয়জ্ঞান-মাহাত্ম্যানুপলব্ধি—

'তত্ত্ব' কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।
না বুঝিল কেহ বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে।।১৯১।।

নিমাইকে লইয়া শচীর গঙ্গাস্নান, মিশ্রের আগমন—

স্নান করাইলা লঞা শচী পুণ্যবতী।
হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি।।১৯২।।

মিশ্র-সমীপে শচী-কর্তৃক পুত্রের দুঃখ-নিবেদন—

মিশ্র-স্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
''পড়িতে না পায় পুত্র, মনে ভাবে ব্যথা।।''১৯৩।।

সকলেরই মিশ্রকে পুত্রের অধ্যয়ন-ত্যাগ বিষয়ে অনুযোগ—

সবেই বোলেন,—''মিশ্র, তুমি ত' উদার।
কা'র কথায় পুত্রে নাহি দেহ, পড়িবার? ১৯৪।।

নিমাইর ভাবি সন্ন্যাস বিষয়ে মিশ্রকে দুশ্চিন্তা পরিহারপূর্বক ভগবদিচ্ছানুগত্যোপদেশ—

যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়ে।
চিন্তা পরিহরি' দেহ' পড়িতে নির্ভয়ে।।১৯৫।।

নিমাইর ন্যায় চপল বালকের স্বতঃপঠনেচ্ছাই আশাপ্রদ; নিমাইকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদানার্থ অনুরোধ—

ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল-দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ' ভাল-মতে।।''১৯৬।।

আত্মীয়-স্বজনগণের কথায় মিশ্রের সম্মতি ও অনুমতি-প্রদান—

মিশ্র বোলে,—''তোমরা পরম-বন্ধুগণ।
তোমরা যে বোল, সেই আমার বচন।।''১৯৭।।

নিমাইর অসাধারণ লীলা-চেষ্টায় সকলের বিস্ময় ও অজ্ঞতা—

অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সর্ব্বকর্ম।
বিস্ময় ভাবেন, কেহ নাহি জানে মর্ম্ম।।১৯৮।।

লোক-বেদ-মতে,—লৌকিক ব্যবহার ও বৈদিক কর্ম কাণ্ডানুসারে; আমি, সম্পূর্ণ নির্দোষ-গুণাকর ভগবান্।।১৭৬।।

মূলে,—স্বরূপতঃ, বস্তুতঃ; দূষণ,—দোষ, হেয়তা অর্থাৎ অশুদ্ধি, অপবিত্রতা, অশুচিতা; যাতে, যেহেতু।।১৭৭।।

স্থালী,—রন্ধনের বা পাকের পাত্র। স্মার্তগণ খাদ্যবিষয়ে সকড়ি ও নি-সকড়ি বিচার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব স্মৃতি অনুসারে ভগবান্, ভক্ত ও গ্রন্থ ভাগবত এবং ভগবৎ প্রসাদ-পাদোদকাদি শুদ্ধসত্ত্ব চিন্ময়-বস্তুর স্পর্শ প্রভাবে সকল দ্রব্যই অতীব স্পৃশ্য ও পবিত্রীভূত হয়, ইহা স্মার্তের প্রাকৃত দর্শনোত্থ শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচারের অতীত।।১৭৮।।

মন্দ,—প্রাকৃত, জড়ীয়, হেয়।।১৭৯।।

সর্বতত্ত্ব,—অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব।।১৮০।।

তিলার্ধেক,—বিন্দুমাত্রও, কিঞ্চিন্মাত্রও।।১৮৭।।

সুকৃতিসকল,—সৌভাগ্যবান্ বিষ্ণুপ্রীতিকামি জনগণ।।১৮৯।।

যেন ইন্দ্রিনীলমণি, অর্থাৎ নিমাইর গৌর অঙ্গে সর্বত্রই অশুচি ও বর্জিত রন্ধনপাত্রাদির কালিমা লিপ্ত থাকায়, বোধ হইতেছিল, যেন নীলকান্তমণি স্বীয় আভা বিকীর্ণ করিতেছে; অথবা, তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎ শ্রীনন্দ-গোপালের ন্যায় বা (ভাঃ ১১।৫।৩২— ''কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং'' শ্লোকস্থিত 'অকৃষ্ণম্' পদের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা-মতে) কলিযুগাবতারের 'ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল'' বর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছিল।।১৯০।।

বোলে, কথায়,—উক্তিবশতঃ।।১৯৪।।

কোন কোন সুকৃতিসম্পন্ন ভক্তের মিশ্রকে পূর্বেই তৎপুত্রের তত্ত্ব-জ্ঞাপন—

মধ্যে মধ্যে কোন জন অতি ভাগ্যবানে।
পূর্বে কহি' রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে।।১৯৯।।

বালক নিমাইর অসাধারণত্ব ও সযত্নে লাল্যত্ব—

"প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি, এ বালকে রাখিহ হৃদয়ে।।"২০০।।

গৌরনারায়ণের নিজগৃহ-প্রাঙ্গণে নিরন্তর গুপ্ত-ক্রীড়া—

নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠনায়ক নিজ-অঙ্গনে বিহরে।।২০১।।

পিতার অনুমোদনফলে নিমাইর হর্ষ—

পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দবিশেষে।।২০২।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২০৩।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিশ্বরূপ-সন্ন্যাসাদি-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

যজ্ঞসূত্র,---উপনয়নকালীন ত্রিবৃৎসূত্র। স্বাধ্যায়-প্রারম্ভে এই যজ্ঞসূত্র-চিহ্ন---অবশ্য ধারণীয়। একজন্মা শূদ্রগণের শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার নাই। দ্বিজাতিমাত্রেরই যজ্ঞসূত্রে এবং যাজন, দান ও অধ্যয়নে অধিকার-লাভ ঘটে। এতদ্ব্যতীত যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহাদি ছয়টী কার্যে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। সূত্রচিহ্ন ব্যতীত ব্রাহ্মণের যজ্ঞাধিকার হয় না। "উপ---বেদসমীপে ত্বাং নেষ্যে" অর্থাৎ 'আমি তোমাকে বেদ সমীপে উপনীত করাইব, অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করাইব', এ উদ্দেশ্যেই আচার্যকর্তৃক মানবকে উপনয়ন সংস্কার বা মৌঞ্জি-বন্ধনদ্বারা বেদপাঠে অধিকার প্রদত্ত হয়।।১৯৬।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায়।